ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫: প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

মো. রেযাউল করিম, দিপু রায় ও তাসলিমা আক্তার

১৮ মে ২০১৫

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত

- সাম্প্রতিককালে সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ঘোষণা এবং তাতে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত সবাই সাদরে গ্রহণ করে

- টিআইবি তার সুশাসন প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত সময়ে জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচন কমিশনের ওপর একাধিক গবেষণা পরিচালনা করে - এরই ধারাবাহিকতায় তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করা

২. সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নির্বাচনী আইন-কানুন ও আচরণ-বিধি কতটুকু পালন করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করা

৩. নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা

গবেষণা পদ্ধতি

- এটি একটি গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যভিত্তিক গবেষণা

গবেষণাধীন এলাকা নির্ধারণ

- তিন সিটি কর্পোরেশনে ১৩৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি (২০%) ওয়ার্ডকে জনসংখ্যা ও ভোটারের আকার ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে গবেষণা নমুনা এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়

- ২৮টি ওয়ার্ডই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ওয়ার্ডসমুহ হতে দৈবচয়িত পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়

নমুনা প্রার্থী নির্বাচন

- প্রার্থীদের মধ্যে সম্ভাব্য বেশি প্রতিযোগিতা হতে পারে এই বিবেচনায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থীদের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়

- মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনটি সিটি কর্পোরেশন হতে তিনজন করে (আওয়ামী সমর্থিত, বিএনপি সমর্থিত ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত) মোট নয়জন প্রার্থী

- সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়ার্ডে মোট চারজন (দুইজন সাধারণ ও দুইজন সংরক্ষিত কাউন্সিলর) করে সর্বমোট ১০১জন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী গবেষণার নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

গবেষণা পদ্ধতি

তথ্যের উৎস

- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও টুলস্

- সাক্ষাৎকার ও অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ

পরোক্ষ তথ্যের উৎস

- নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, বই, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টমাধ্যম এবং ওয়েবসাইট ইত্যাদি

গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের সময়

- ২০১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হতে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত সময় এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত
- ২০১৫ সালের ৮ থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়

তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা

- গবেষণার আওতাভুক্ত ঘটনাগুলোর ওপর একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ও একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়

গবেষণার পর্যবেক্ষণ সকল প্রার্থী ও কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

আইনগত সীমাবদ্ধতা:

[স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০]

সীমাবদ্ধতা	ফলাফল/ প্রভাব
▪ নির্বাচনে প্রার্থী প্রতি ব্যয়ের সীমা খাতভিত্তিক (যেমন পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ব্যানার সংখ্যা) সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা নেই	▪ নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয়ের সুযোগ সৃষ্টি
▪ সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের তিনটি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা উল্লেখ করা নেই	
▪ নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা নেই	
▪ নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নির্দিষ্ট সময়অন্তর হালনাগাদের বিষয় উল্লেখ নেই	
▪ প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত দাখিলকৃত রিটার্ন যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই	
▪ প্রতি তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একজন সংরক্ষিত কাউন্সিলর নির্বাচনের বিধান	▪ তিনটি ওয়ার্ডের জন্য প্রচারণার ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশি

আইনগত সীমাবদ্ধতা:
[সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০]

সীমাবদ্ধতা	ফলাফল/প্রভাব
▪ **নির্বাচনী প্রচারণায় তথ্য প্রযুক্তির** (ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ইত্যাদি) **ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ নেই**	▪ এ খাতে অবাধে অর্থ ব্যয় করে নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগ সৃষ্টি ▪ প্রচারণার জন্য নির্ধারিত সময়ের পরেও প্রচারণার সুযোগ সৃষ্টি

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের হলফনামা অনুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য

বিষয়	মেয়র	সাধারণ কাউন্সিলর	সংরক্ষিত কাউন্সিলর
লিঙ্গ	৯ জনই পুরুষ	৫৬ জনই পুরুষ	৪৫ জন
বয়স (বছর)	গড়: ৫৪ বছর	গড়: ৫২ বছর	গড়: ৪৫ বছর
শিক্ষা	স্ব-শিক্ষিত: ১ জন মাধ্যমিক: ২ জন উচ্চ মাধ্যমিক: ১ জন স্নাতক/ স্নাতকোত্তর: ৫ জন	নিরক্ষর: ১০.৭% প্রাথমিক: ২১.৪% মাধ্যমিক: ১৬.১% উচ্চ মাধ্যমিক: ৩.৬% স্নাতক ও স্নাতকোত্তর: ২৬.৭% অন্যান্য/ স্ব-শিক্ষিত: ২১.৪%	নিরক্ষর: ৮.৯% প্রাথমিক: ১১.১% মাধ্যমিক: ২৪.৪% উচ্চ মাধ্যমিক: ৮.৯% স্নাতক ও স্নাতকোত্তর: ১৭.৮% অন্যান্য/ স্ব-শিক্ষিত: ২৮.৯%
পেশা	ব্যবসা: ৯ জন (১০০%)	ব্যবসা: ৭৩.২% আইনজীবী: ৫.৪% শিক্ষকতা: ৩.৬% অন্যান্য: ১৭.৯%	ব্যবসা: ২৪.৪% আইনজীবী: ৪.৪% কৃষি কাজ: ২.২% শিক্ষকতা: ৪.৪% গৃহকর্ম: ৪৬.৭% অন্যান্য: ১৭.৮%

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের হলফনামা অনুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য

বিষয়	মেয়র	সাধারণ কাউন্সিলর	সংরক্ষিত কাউন্সিলর
মাসিক আয় (টাকা)	সর্বোচ্চ: ১.২২ কোটি সর্বনিম্ন: ৪.৫৬ লক্ষ	সর্বোচ্চ: ৭১.৫০ লক্ষ সর্বনিম্ন: ৭.৪৭ হাজার	সর্বোচ্চ: ৭.৮০ লক্ষ সর্বনিম্ন: ৫ হাজার
ঘোষিত সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় (টাকা)	গড়: ৩৩.৪৬ লক্ষ সর্বোচ্চ: ৪৯.২৯ লক্ষ সর্বনিম্ন: ২৩.৫১ লক্ষ	গড়: ২.৮৩ লক্ষ সর্বোচ্চ: ৫.৯০ লক্ষ সর্বনিম্ন: ৫১.১ হাজার	গড়: ৩.৪৫ লক্ষ সর্বোচ্চ: ৬ লক্ষ সর্বনিম্ন: ২১.৬ হাজার
চলমান ফৌজদারি মামলা	নয়জনের মধ্যে তিনজনের নামে মামলা রয়েছে	৫৬ জনের মধ্যে ২৩ জনের (৪১.০৭%) নামে মামলা রয়েছে	৪৫ জনের মধ্যে ৫ জনের (১১.১%) নামে মামলা রয়েছে

রাজনৈতিক দলীয় সমর্থন পেতে অর্থ প্রদান

মেয়র প্রার্থী	সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থী
▪ দলীয় সমর্থন পাওয়ার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রার্থীদের সবাইকে অর্থ দেয়ার অভিযোগ –২০ লক্ষ থেকে ৭ কোটি পর্যন্ত ▪ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় নি	▪ দলীয় সমর্থন পাওয়ার জন্য প্রার্থীদের একাংশ কর্তৃক অর্থ দেওয়ার অভিযোগ ▪ চট্টগ্রামের সাধারণ কাউন্সিলর- ২ থেকে ৫ লক্ষ টাকা ও নারী কাউন্সিলর- ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা ▪ ঢাকার দুই সিটির সাধারণ কাউন্সিলর- ১ থেকে ৮ লক্ষ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর- অর্থের পরিমাণ জানা যায় নি
যাদেরকে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ▪ সরকারি বিভিন্ন সংস্থা; দলীয় তহবিল; উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক দলের উর্ধ্বতন নেতা ও উপদেষ্টা	**যাদেরকে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে** ▪ স্থানীয় সংসদ সদস্য; মেয়র প্রার্থী; স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের একাংশ
প্রার্থীর পক্ষে অর্থদাতা ▪ প্রার্থী নিজে; প্রার্থীর পক্ষে স্থানীয় ঠিকাদার, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একাংশ	**প্রার্থীর পক্ষে অর্থদাতা** ▪ প্রার্থী নিজে; পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়

নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীদের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (টাকা)

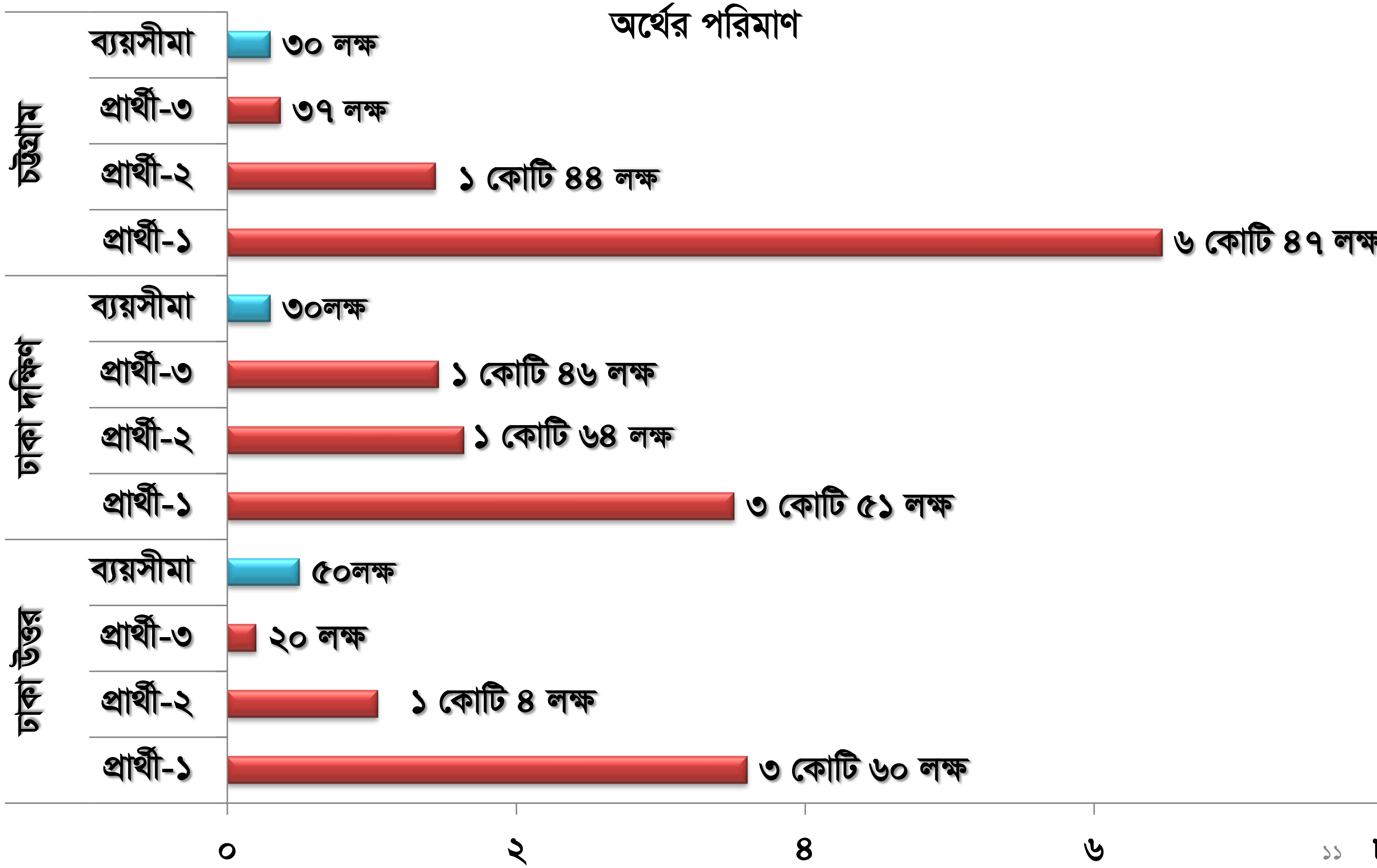

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়

রাজনৈতিক দলীয় সমর্থনভেদে মেয়র প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় (টাকা)

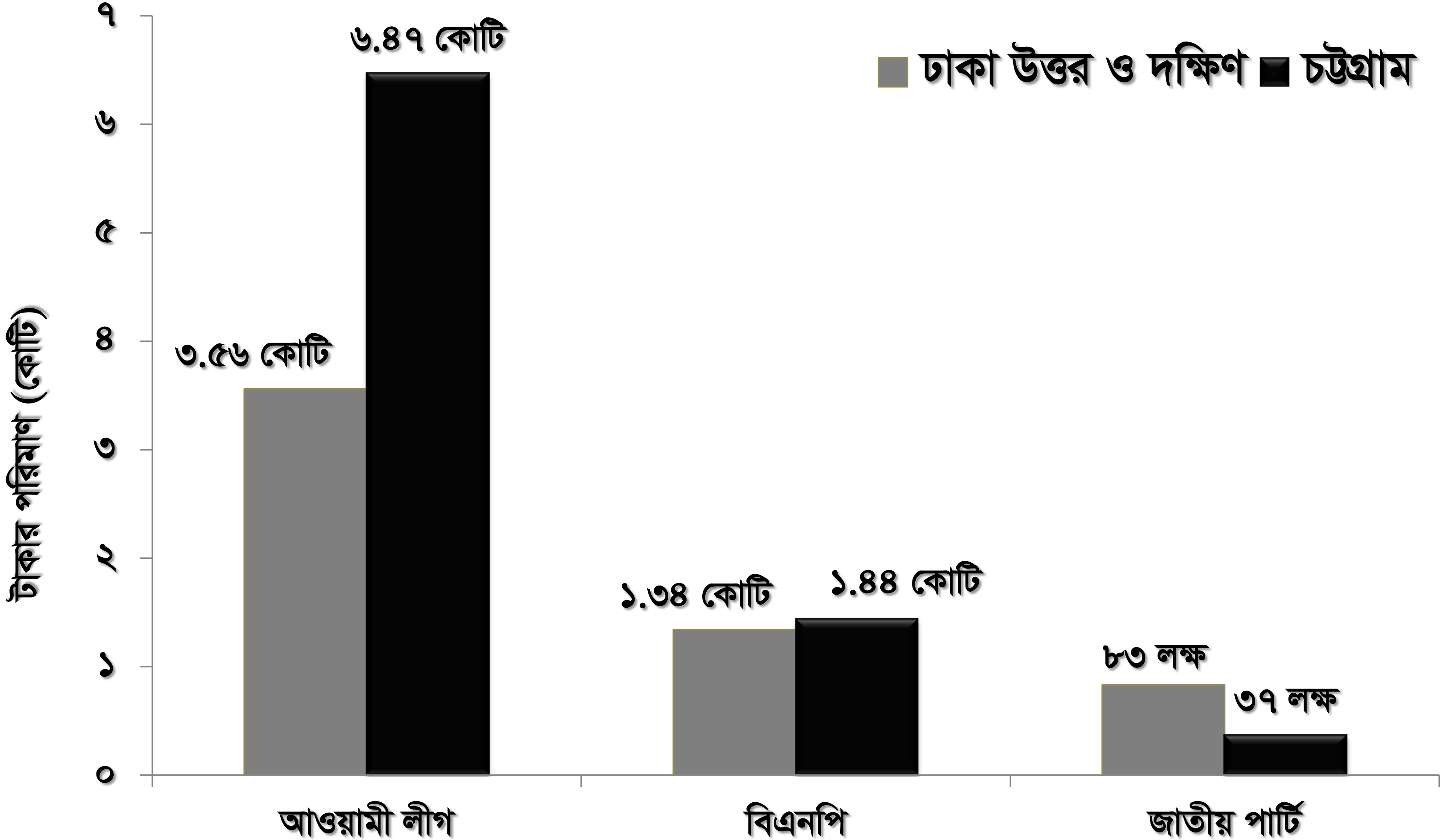

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়

সিটি কর্পোরেশনভেদে মেয়র প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় (টাকা)

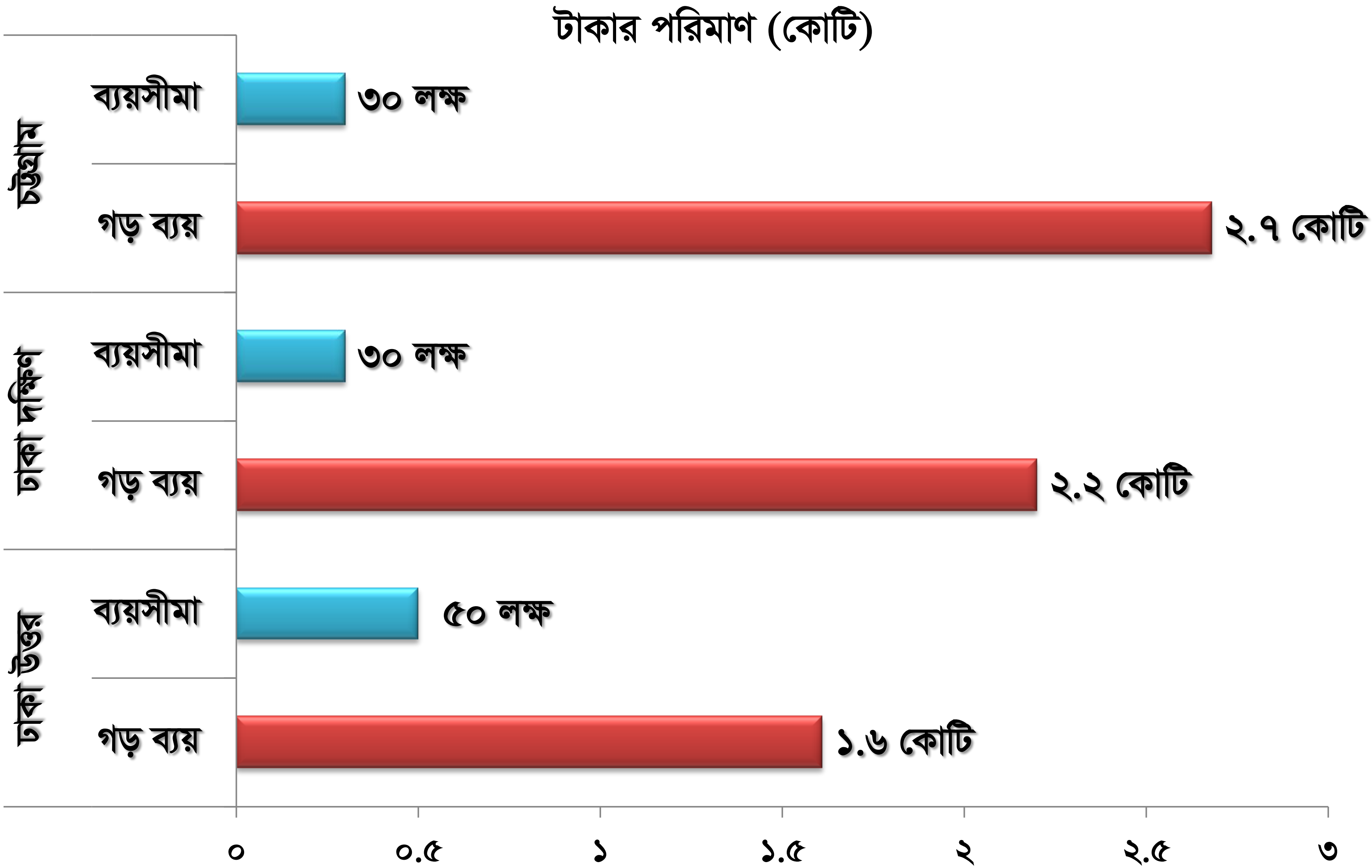

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়

মেয়র প্রার্থীদের খাতওয়ারি নির্বাচনী ব্যয়ের শতকরা হার

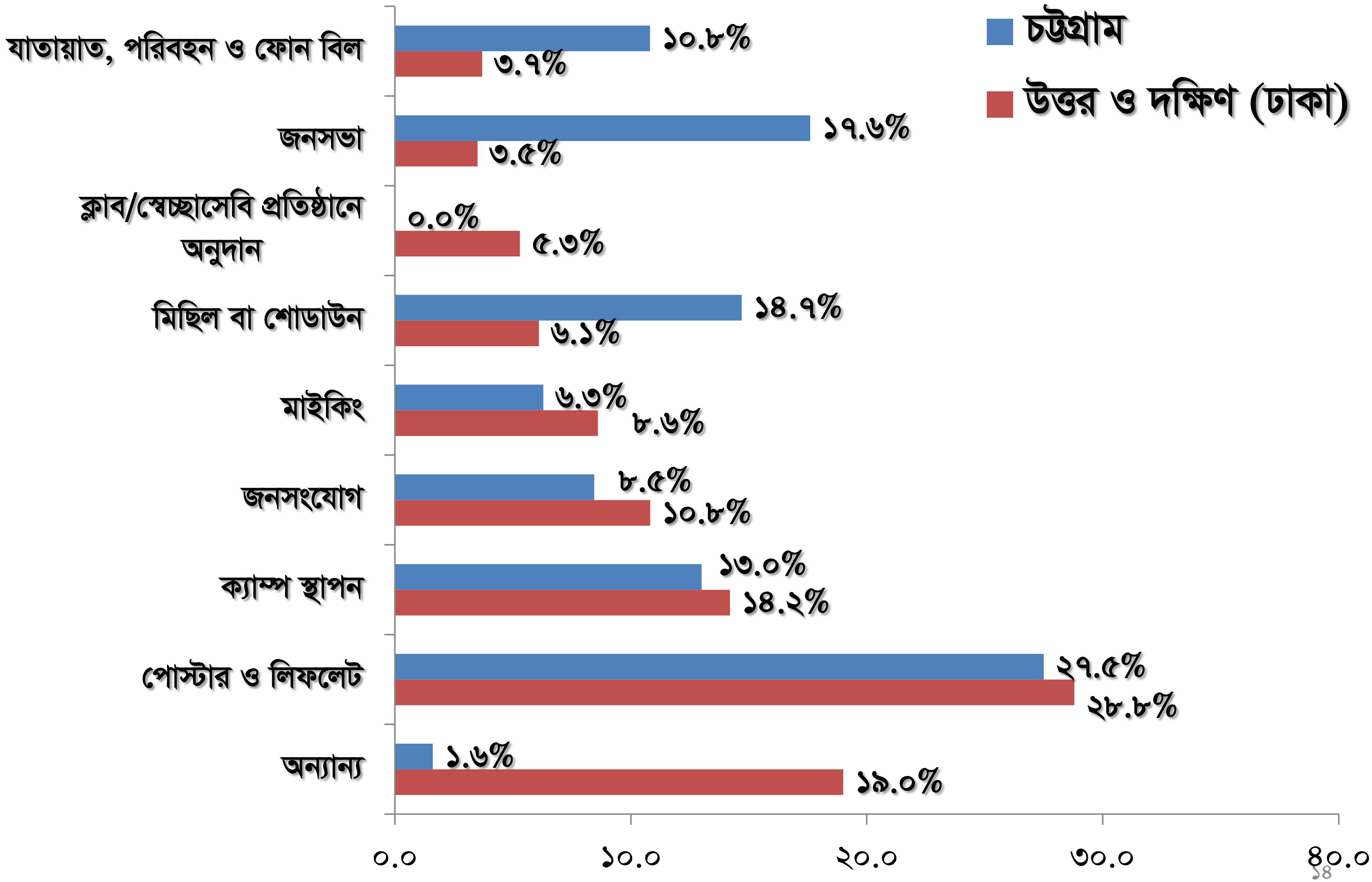

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়

সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় (টাকা)

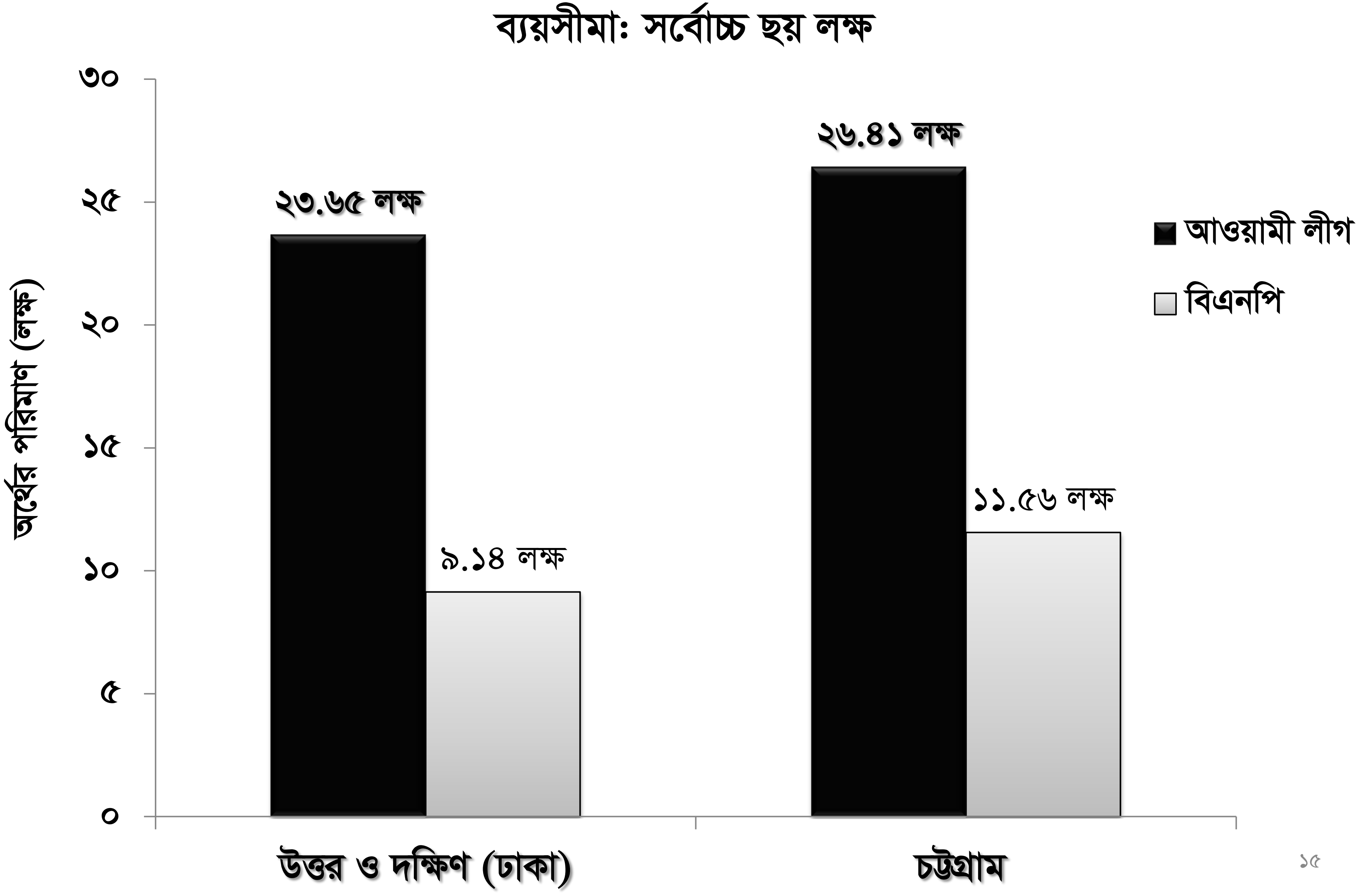

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়

সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের খাতওয়ারি নির্বাচনী গড় ব্যয়ের হার

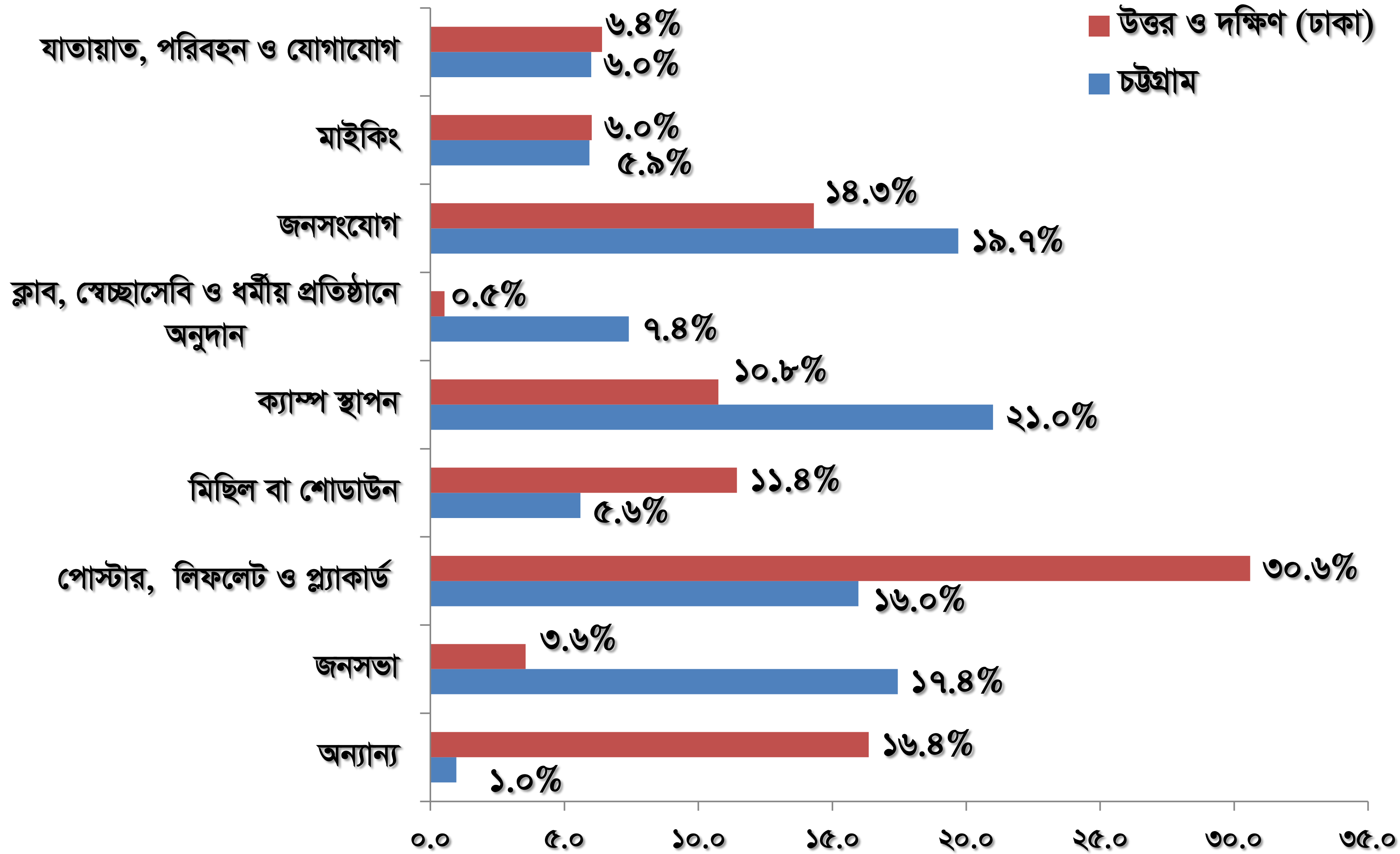

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়

সংরক্ষিত কাউন্সিল প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় (টাকা)

গড় ব্যয়সীমা: ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ ৯.০৫ লক্ষ, চট্টগ্রাম ১০.৮ লক্ষ টাকা

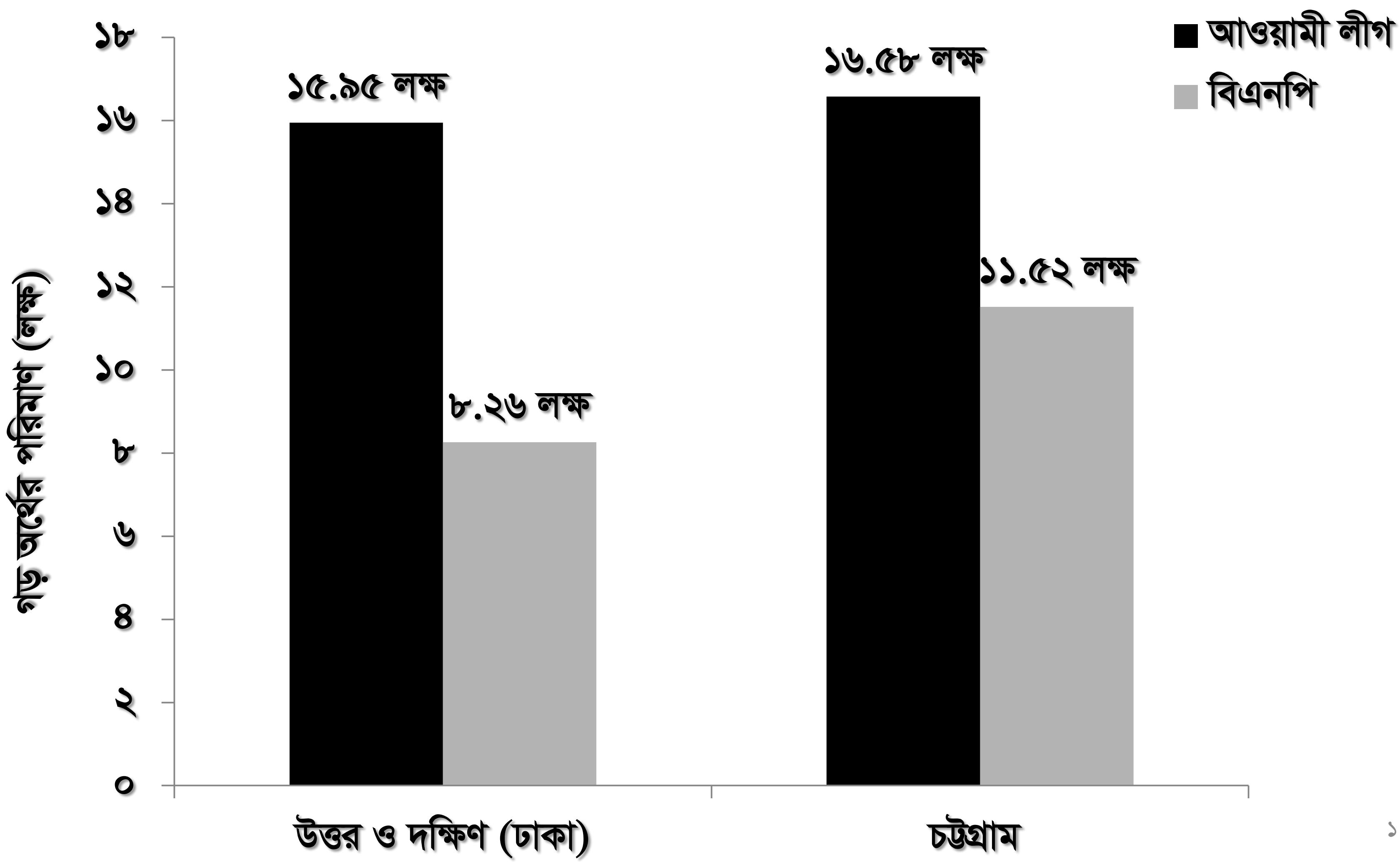

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়

সংরক্ষিত কাউন্সিল প্রার্থীদের খাতওয়ারি নির্বাচনী গড় ব্যয়ের হার

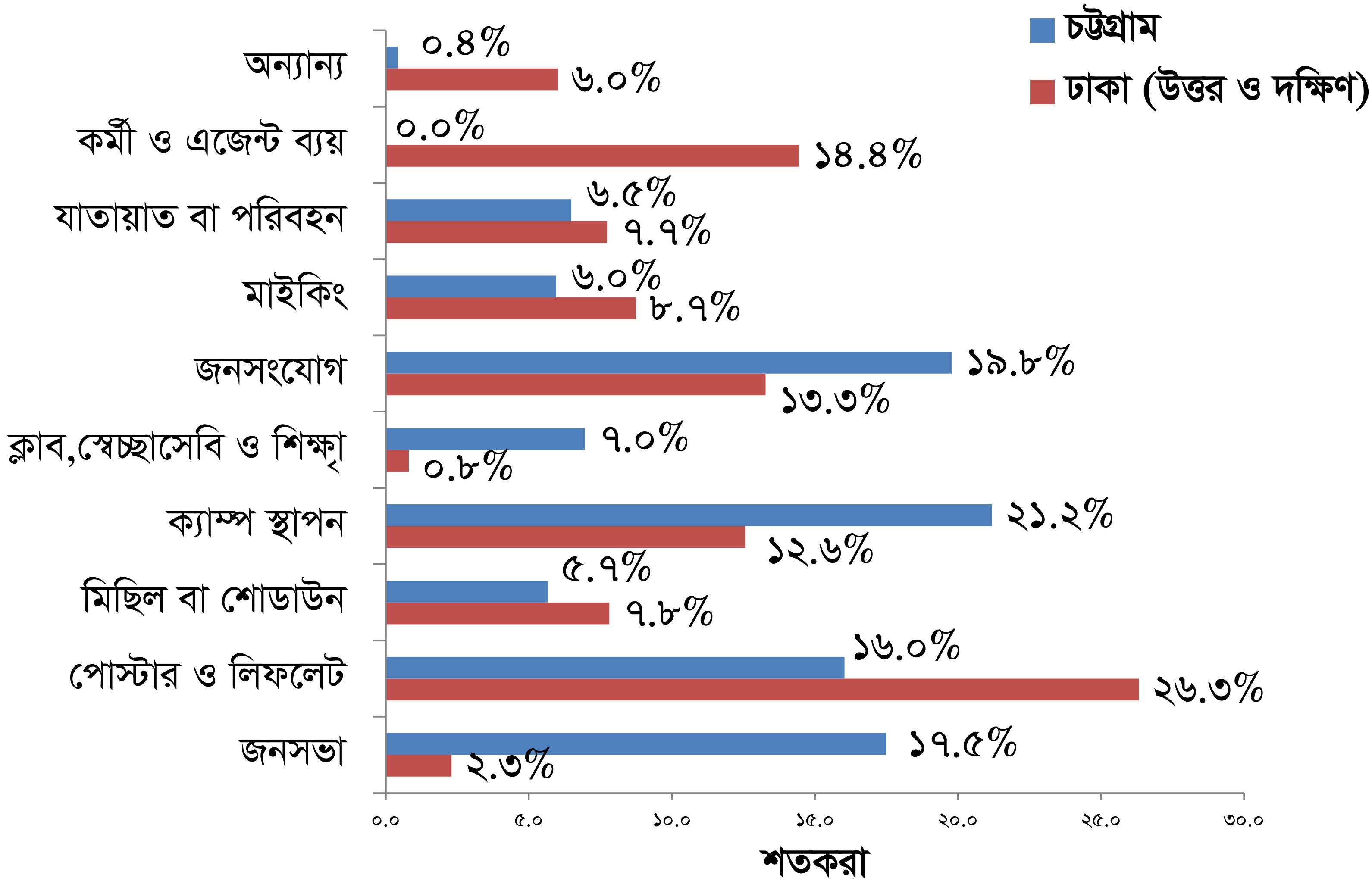

সকল প্রার্থীর আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের ধরন ও হার

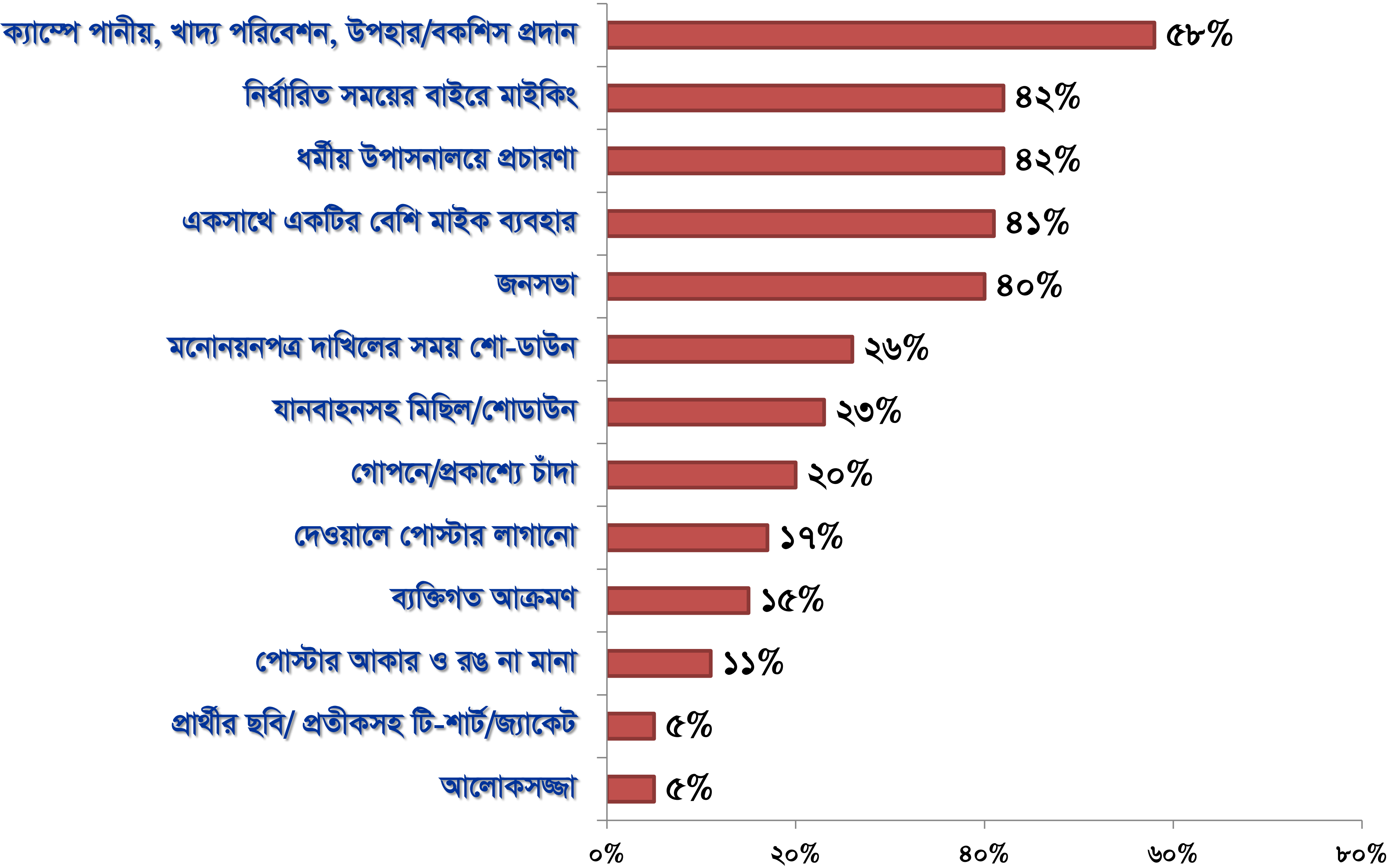

অংশীজনের ভূমিকা

১. নির্বাচন কমিশন

- প্রার্থীদের হলফনামার তথ্য নির্বাচন কমিশন তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে
- রাজনৈতিক দলীয় সমর্থনের ক্ষেত্রে দলগুলোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া
- সেনা মোতায়নের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগসহ বিতর্কিত অবস্থার সৃষ্টি
- আচরণবিধি লঙ্ঘন সত্ত্বেও সব প্রার্থীর ক্ষেত্রে সমানভাবে পদক্ষেপ না নেওয়া
- কোথাও কোথাও নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্তৃক ভোট জালিয়াতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ
- ভোটের দিন কেন্দ্র দখল, কারচুপি, অবাধে সিল মারা ইত্যাদি অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা
- নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে না নেওয়া
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কর্মীদের ভোট কেন্দ্রে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও বিভিন্ন কেন্দ্রে সাংবাদিকদের হামলার শিকার হওয়া বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা

অংশীজনের ভূমিকা

২. রাজনৈতিক দল

- রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকাশ্যে প্রার্থীদের দলীয় সমর্থন দেওয়া
- আওয়ামী লীগ নিজ দলের প্রার্থিতা প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে -৩৩৬ প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রত্যাহার
- আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে দলটির-
  - নেতা-কর্মী (স্থানীয় ও বহিরাগত) দ্বারা ব্যাপকভাবে ভোট কেন্দ্রের একাংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ, ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই, প্রকাশ্যে সিল মারাসহ বিভিন্নভাবে ভোট জালিয়াতি
  - সংসদ সদস্য কর্তৃক ভোট কেন্দ্র দখলে সহায়তা ও প্রভাব বিস্তার
  - বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীর কর্মীদের ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ ও অবস্থানে বাধা প্রদান
  - আওয়ামী সমর্থিত প্রার্থী ও বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন দিনে সংঘর্ষের ঘটনা
- বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের ঘাটতি-
  - কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও বিএনপির নির্বাচনী এজেন্ট না দেওয়া
  - ভোট কেন্দ্রের বাইরে দলটির সমর্থক কর্মীদের অনুপস্থিতি
  - প্রার্থীদের মতামত না নিয়েই নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্বাচন বর্জনে বাধ্য করা

অংশীজনের ভূমিকা

৩. আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী

- কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোটের দিন আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় পদক্ষেপ না নেওয়া এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন
- কোথাও কোথাও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ভোট জালিয়াতিতে সরাসরি সহায়তা

৪. নাগরিক সমাজ ও সংগঠন

- প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য ও নির্বাচনী ইশতেহার, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ইত্যাদির ওপর বিশ্লেষণমূলক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার
- প্রার্থীদের নিয়ে সরাসরি টকশো ও জনগণের মুখোমুখিকরণ, গোলটেবিল আলোচনা, ও সঠিক প্রার্থী নির্বাচন কার্যক্রম ইত্যাদি অনুষ্ঠান পরিচালনা
- ভোটের দিনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তা জনসম্মুখে প্রকাশ
- নাগরিক সমাজের দুইটি অংশ দুইটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালায় যা বিতর্কের সৃষ্টি করে

অংশীজনের ভূমিকা

৫. ভোটার

- ভোটারদের কেউ কেউ ভোট দিতে পারলেও অনেকে জাল ভোট ও বাধার মুখে ভোট দিতে পারে নি
- নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানের জন্য প্রার্থী কর্তৃক আয়োজিত যানবাহনে ভোটারদের নির্বাচন কেন্দ্রে আসা
- ভোটের আগের দিন রাতে বিভিন্ন বস্তি ও কলোনীতে প্রার্থী কর্তৃক বিতরণকৃত অর্থ নিম্ন আয়ের লোকজনের গ্রহণ

৬. সংবাদমাধ্যম (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট)

- প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য ও নির্বাচনী ইশতেহারের তথ্য প্রকাশ ও প্রচার
- নির্বাচনী প্রচারণা কার্যক্রম ও আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ ও প্রচার
- বেসরকারি চ্যানেলগুলোতে প্রার্থীদের নিয়ে সরাসরি টকশো ও জনগণের মুখোমুখি জনপ্রতিনিধি এ ধরনের কার্যক্রম প্রচার ও প্রকাশ
- প্রথম দিকে প্রধান দুটি দলসমর্থিত মেয়র প্রার্থীদের প্রচারণা সংক্রান্ত সংবাদ অন্য প্রার্থীর তুলনায় বেশি প্রাধান্য পেলেও পরবর্তীতে অন্য প্রার্থীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়
- নির্বাচনের দিন কেন্দ্রভিত্তিক অনিয়ম তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কার্যত দলীয় নির্বাচনে পরিণত হয় (যেমন, রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থী নির্বাচন ও সমর্থন দান; প্রার্থীদের পক্ষ থেকে দলীয় সমর্থন নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা; দলের পক্ষ থেকে প্রার্থীদের নির্বাচন বর্জনে বাধ্য করা)
- সরকারের পক্ষ থেকে সরকার-সমর্থিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা ব্যবহার ও প্রভাব বিস্তার
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর সদস্যদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা
- নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনভাবে কাজ করতে ব্যর্থতার পরিচয় (যেমন, নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তা দেখাতে না পারা; নির্বাচনী আইন সব প্রার্থীর জন্য সমানভাবে প্রয়োগ না হওয়া; আচরণ বিধি লঙ্ঘনে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব)
- প্রার্থীদের পক্ষ থেকে আচরণ বিধি মেনে না চলার প্রবণতা লক্ষণীয় (যেমন, নির্বাচনী ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও আচরণবিধি লঙ্ঘন)
- সর্বোপরি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলা যায় না

সুপারিশ

১. সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনী আইনের সংস্কার ও হালনাগাদ করতে হবে-

- সকল প্রার্থীর নির্বাচনী সর্বোচ্চ ব্যয়ের সীমা খাত অনুযায়ী (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ) নির্দিষ্ট করতে হবে
- নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের বিধান রাখতে হবে
- নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে
- সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের ব্যয়সীমা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট করতে হবে
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারকে নির্বাচনী বিধির আওতায় আনতে হবে
- প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত দাখিলকৃত রিটার্ন যাচাই-বাছাইয়ের বিধান রাখতে হবে

২. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীর হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে

৩. ভোট জালিয়াতি বন্ধ করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এবং ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ব্যবহার করতে হবে

সুপারিশ

৪. ভোট কেন্দ্রে সাংবাদিকদের সহজ প্রবেশাধিকারসহ নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৫. নির্বাচন কর্মকর্তা (প্রিজাইডিং, রিটার্নিং, ও পোলিং কর্মকর্তা) এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত পরিবেশে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে হবে

৬. রাজনৈতিক ও সরকারি প্রভাব উপেক্ষা করে দায়িত্ব পালনের মত যোগ্য ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দিতে হবে

৭. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে তার সাংবিধানিক ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে

ধন্যবাদ

সিটি কর্পোরেশন	ওয়ার্ড সংখ্যা	অঞ্চল সংখ্যা	নমুনা ওয়ার্ড সংখ্যা	প্রার্থী সংখ্যা		
				মেয়র	সাধারণ কাউন্সিলর	সংরক্ষিত কাউন্সিলর
ঢাকা উত্তর	৩৬	৫	৯	৩	১৮	১১
ঢাকা দক্ষিণ	৫৭	৫	১১	৩	২২	২০
চট্টগ্রাম	৪১	৮	৮	৩	১৬	১৪
মোট	১৩৪	১৮	২৮	৯	৫৬	৪৫

তথ্যদাতার ধরন	সংখ্যা
মেয়র প্রার্থী	৭
কাউন্সিলর প্রার্থী	৫১
নির্বাচনী এজেন্ট	৫৮
প্রার্থীর ও দলীয় কর্মী	২০৪
রাজনৈতিক নেতা	৩৭
ভোটার ও জনসাধারণ	৩৩৩
সাংবাদিক	৩৮
আইন-শৃংখলাবাহিনী	৪২
গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য	৫
নির্বাচনী কর্মকর্তা	৬৯
বিশেষজ্ঞ	৪
অন্যান্য	২৪
মোট	৮৭২